রিসাইকেল বিন সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিন

তাসনুভা মাহমুদ

কমপিউটার জগৎ-এর নিয়মিত বিভাগ পাঠশালায় বিভিন্ন উইন্ডোজের গুরুত্বপূর্ণ ফিচারগুলো সম্পর্কে বিভিন্ন সময় আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু উন্ডোজের অন্যতম এক শক্তিশালী ও কার্যকর ফিচার রিসাইকেল বিন নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা হয়নি এ পর্যন্ত। অথচ উইন্ডোজের সবচেয়ে শক্তিশালী ফিচারগুলোর মধ্যে একটি হলো রিসাইকেল বিন। এ রিসাইকেল বিন ফাইল ও ফোল্ডারগুলো ব্যবহারকারীর ভালোর জন্য অস্থায়ীভাবে সরিয়ে রাখে স্থায়ীভাবে ডিলিট করার আগে। বিনকে সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগানোর আগে ভালো হয় কিছু সময় ব্যয় করা যাতে বোঝা যায় বিন কিভাবে কাজে করে এবং এমনভাবে সেটআপ করতে পারবেন যে সবচেয়ে উপযোগী সাইজ ও পিসির সাথে যুক্ত হার্ডডিস্ক সংখ্যা সেট করতে পারবেন। এ লেখায় উইন্ডোজ ৭, ভিস্তা ও এক্সপিতে রিসাইকেল বিনে অভিজ্ঞ হওয়া যায় কিভাবে তা চিত্রসহকারে দেখানো হয়েছে।

ধাপ-১ : উইন্ডোজের কোন ভার্সন ব্যবহার করছেন তা মুখ্য বিষয় নয়। রিসাইকেল বিন মোটামুটিভাবে একই ধরনের কাজ করে ফাইল ও ফোল্ডারের জন্য টেম্পোরারি স্টোরেজ হিসেবে, যেগুলো আর দরকার নেই। কোনো ফাইল বা ফোল্ডারকে অপসারণ করার জন্য মাউস পয়েন্টার দিয়ে তুলে নিন এবং ড্র্যাগ করে উইন্ডোজ ডেস্কটপে রিসাইকেল বিনের ওপর নিয়ে আসুন, যাতে বিন হাইলাইটেড হয়। এরপর মাউস বাটন ছেড়ে দিন। বিকল্পভাবে একটি ফাইল বা ফোল্ডারে ডান ক্লিক করে পপ-আপ মেনু থেকে ডিলিট করে বেছে নিতে পারেন।

চিত্র-১

ধাপ-২ : কোনো কিছু ডিলিট করলে মূলত আপনার কমপিউটার থেকে ফাইল বা ফোল্ডারকে অপসারণ করে না, তাই একে বলা হয় রিসাইকেল বিন এবং 'Shredders' বা একই ধরনের কিছু। এটি কদাচিৎ বিনে রাখা যায় যেখানে এটি থাকবে। এ অবস্থায় এটি ব্যবহার করে স্টোরেজ, যদিও এটি উইন্ডোজ এক্সপ্লোরারে দৃশ্যমান হবে না কোনোভাবে। কোনো কিছু সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলতে চাইলে রিসাইকেল বিন আইকনে ডান ক্লিক করে Empty Recycle Bin অপশন বেছে নিতে হবে। এর ফলে বর্তমানে বিনে স্টোর হওয়া সবকিছুই ডিলিট করবে। সুতরাং এ কাজটি করার আগে অর্থাৎ Empty Recycle Bin অপশন বেছে নেয়ার আগে ভবিষ্যতে ফাইলটি যে আপনার আর দরকার পড়বে না, তা নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

চিত্র-২

ধাপ-৩ : এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে এটি একটি নিরেট কৌশলপূর্ণ ইনস্ট্রুমেন্ট। সুতরাং উইন্ডোজ স্বতন্ত্রভাবে কোনো আইটেমকে রিসাইকেল বিন থেকে অপসারণ করার অনুমোদন করে। নিশ্চিত হয়ে চেষ্টা করা যাক, এ কাজ শুরু করার জন্য বিনে যেনো কিছু থাকে। এরপর ডেস্কটপে রিসাইকেল বিন আইকনে ডাবল ক্লিক করুন। এটি উইন্ডোজ এক্সপ্লোরারে বিন ওপেন করে উইন্ডোজের অন্য কোনো ফোল্ডারের মতো। এর ফলে স্বতন্ত্র যেকোনো ফাইল এবং ফোল্ডার সিলেক্ট করা সম্ভব।

চিত্র-৩

এরপর সেগুলোর ডান ক্লিক করে বেছে নিন ডিলিট পপ-আপ মেনু থেকে। এ সময় এগুলো বিন থেকে অপসারিত হবে এবং পিসি থেকে স্থায়ীভাবে ডিলিট হবে।

ধাপ-৪ : যেকোনো ফাইল বা ফোল্ডার সিলেক্ট করার আগে আপনি হয় Empty Recycle Bin বা Restore all items অপশন বেছে নিতে পারবেন। উইন্ডোজ ৭ এবং ভিস্তায় এ অপশন দুটি উইন্ডোজের শীর্ষে রেখেছে আর এক্সপিতে এগুলো পাওয়া যায় বাম দিকের প্যানেলে। রিস্টোরেশন হলো কনটেক্সট সেনসিটিভ। সুতরাং একটি ফাইল সিলেক্ট করলে এটি পরিবর্তিত হবে Restore this item-এ। সিলেক্ট করুন একাধিক ফাইল। এর ফলে এটি পরিবর্তিত হবে Restore the selected items-এ। এভাবে ফাইল বা ফোল্ডার রিস্টোর করার অর্থ হচ্ছে মূল অবস্থান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। মূলত এই ফিচারটি ফাইল বিন করার পর পরিবর্তন করতে বা ফিরে আনতে সহায়তা করেছে।

চিত্র-৪

ধাপ-৫ : বাই ডিফল্ট উইন্ডোজ ফাইল বা ফোল্ডার সরাসরি ডিলিট করার পরিবর্তে বিনে রাখে এবং সিলেক্ট করা ফাইল বা ফোল্ডার ডিলিট করা হবে কি না, তা নিশ্চিত করার জন্য সবসময় জিজ্ঞেস করে। এই সেটিংকে পরিবর্তন করা যাবে ডেস্কটপে রিসাইকেল বিন আইকনে ডান ক্লিক করে এবং পপ-আপ মেনু থেকে Properties বেছে নেয়ার মাধ্যমে। এবার ডায়ালগ বক্স ওপেন হওয়ার পর Display delete confirmation dialog বক্সের পাশের টিক অপসারণ করুন যাতে এই ডায়ালগ বক্স আর আবির্ভূত না হয়। এবার Do not move files to the Recycle Bin রেডিও বাটন বেছে নিন বিনকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য এবং আইটেমগুলোকে তাৎক্ষণিকভাবে পুরোপুরি ডিলিট করুন।

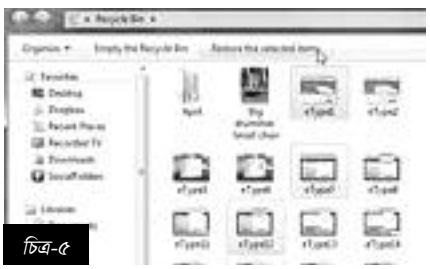
চিত্র-৫

ধাপ-৬ : উইন্ডোজের কোন ভার্সন রান করছেন তার ওপর এবং পিসির সাথে সংযুক্ত বা ▸

বিযুক্ত হার্ডডিস্কের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে Properties ডায়ালগ বক্সের বাকি অংশ সম্পৃক্ত করে বেশ কিছু ভিন্ন অপশন। যদি এক্সপি ব্যবহার করেন তাহলে বিনে ডান ক্লিক করুন এবং Properties বেছে নিন। রিসাইকেল বিনে ফাইল এবং ফোল্ডার রাখার জন্য উইন্ডোজের দরকার হয় হার্ডডিস্ক থেকে কিছু স্পেস নেয়া। বাইডিফল্ট এক্সপি সিস্টেমের প্রতি ড্রাইভের ১০ শতাংশ ভাগ করে নেয়, যা বাড়ানো বা কমানো যায় স্পাইডার কন্ট্রোলকে মাউস পয়েন্টার দিয়ে ডানে বা বামে সরিয়ে। কাজ শেষে Ok ক্লিক করুন।

চিত্র-৬

ধাপ-৭ : যদি পিসির সাথে একের অধিক ড্রাইভ সংযুক্ত থাকে, তাহলে এক্সপিকে সেটআপ করা যায় প্রতিটি ড্রাইভের জন্য বিভিন্ন পরিমাণ স্পেসে ভাগ করে। Properties ডায়ালগ বক্স ওপেন করলে দেখা যাবে কমপিউটারের সাথে দুটি ড্রাইভ যুক্ত রয়েছে। একটি C এবং অপরটি E ড্রাইভ। প্রতিটি ড্রাইভ দখলে রাখে এর নিজস্ব ট্যাব। এগুলো স্বতন্ত্রভাবে সেটআপ করতে চাইলে Configure drives independently অপশনের পাশের রেডিও বাটনে ক্লিক করুন এবং এরপর প্রতিটি ট্যাবে ক্লিক ও ড্র্যাগ করুন স্পাইডারকে ডানে বা বাঁয়ে। এরপর Ok ক্লিক করুন।

চিত্র-৭

ধাপ-৮ : পারসেন্টেজ সাইজের জন্য কোনো বাধা ধরা নিয়ম নেই, যা প্রতিটি রিসাইকেল বিনের জন্য অ্যালোকেটেড হবে। তবে ইচ্ছেমতো অস্থায়ীভাবে সাইজ কমানোর স্বাধীনতা পাবেন অর্থাৎ স্টোরেজে ছোট হবে। এটি অস্থায়ীভাবে ফিক্স করার একটি প্রক্রিয়া। তাই ভালো হয় কিছু স্পেস তৈরি করা। আগের ধাপে স্বাধীনভাবে ড্রাইভ কনফিগার করা দেখানো হয়েছে, বিনে না পাঠিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত না ম্যানুয়ালি খালি করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ডিলিট করা ফাইলকে তাৎক্ষণিকভাবে রিমুভ করা যায়।

চিত্র-৮

ধাপ-৯ : ভিস্তা এবং উইন্ডোজ ৭-এ Properties ডায়ালগ বক্স দেখতে একটু ভিন্ন ধরনের। এখানে শুরু করার জন্য কোনো স্পাইডার নেই এবং বিনের সাইজ প্রকাশ করা হয় মেগাবাইটে (MB)। এটি তুলনামূলকভাবে কম সহায়ক, কেননা আজকের দিনের হার্ডডিস্কগুলোর স্টোরেজ স্পেস প্রকাশ করা হয় গিগাবাইটে। বিন কত গিগাবাইটে সেট করা হয়েছে, তা বের করতে চাইলে আপনাকে ফিগারকে ১০২৪ দিয়ে ভাগ করতে হবে। সবচেয়ে ভালো হয়, এই ফিগারকে শতকরা ৫ এবং ১৫-এর মধ্যে রাখা হার্ডডিস্কের সাইজ যাই হোক না কেন।

চিত্র-৯

ধাপ-১০ : আপনার পিসিতে ভেতরে বা বাইরে যেভাবে হোক একের অধিক হার্ডডিস্ক যদি থাকে, তাহলে Properties ডায়ালগ বক্সের General ট্যাবে ডিস্কের একটি লিস্ট ডিসপ্লে করবে প্রতিটি ড্রাইভের জন্য নতুন ট্যাব তৈরি না করে। এখানে পার্সেন্টেজ সাইজ নির্ধারণের জন্য কোনো অপশন নেই এবং সংযুক্ত সব ডিস্কজুড়ে তা প্রয়োগ করা যাবে। এজন্য লিস্টের প্রতিটি ডিস্কে ক্লিক করুন এবং তারপর ফিল্ডে সর্বোচ্চ সাইজ টাইপ করুন। বাইডিফল্ট ভিস্তা এবং

চিত্র-১০

উইন্ডোজ ৭-এ অ্যাসাইন করা থাকে ৫ পার্সেন্ট করে এর রিসাইকেল বিনের জন্য। এটি পরিবর্তন করে Ok করে নিশ্চিত করুন। কজ

ফিডব্যাক : mahmood_sw@yahoo.com

ফটোশপ লেয়ার

(৭০ পৃষ্ঠার পর)

মাস্কে কালো কালার করার অনেক উপায় আছে। যেকোনোভাবে কালো কালার করলেই তা মূল লেয়ারে ইফেক্ট ফেলবে। সাধারণত মাস্কিংয়ে কালার করার জন্য ব্রাশ ব্যবহার করা হয়। এজন্য টুল প্যালেট থেকে ব্রাশ টুল সিলেক্ট করুন। অথবা কিবোর্ড থেকে ই চাপলেও ব্রাশ টুল সিলেক্ট হবে। যেহেতু এখন উদ্দেশ্য হচ্ছে ছবির কিছু অংশ ট্রান্সপারেন্ট করা, তাই কালো কালার ফোরগ্রাউন্ড হিসেবে সিলেক্ট করতে হবে। যখনই কোনো মাস্ক সিলেক্ট করা থাকে, তখনই বাই ডিফল্ট সাদা কালার ফোরগ্রাউন্ড হিসেবে সিলেক্ট করা থাকে, আর কালো ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে সিলেক্ট করা থাকে। এ দু'টি কালারের জায়গা পরিবর্তন করার জন্য কিবোর্ড থেকে X চাপলে তাদের জায়গা পরিবর্তিত হবে। এখন ব্রাশটিকে রিসাইজ করা দরকার। ব্রাশের সাইজ বেশি বড় হলে এডিট করতে গিয়ে অতিরিক্ত অংশ মুছে যাবে, আবার সাইজ ছোট হলে অনেকক্ষণ ধরে পেইন্ট করতে হবে। সুতরাং সুবিধামতো ব্রাশের সাইজ সিলেক্ট করুন এবং ব্রাশের এজ সফট রাখুন। ফলে ইফেক্ট মসৃণ হবে। এবার প্রয়োজনমতো জায়গা ব্রাশ দিয়ে পেইন্ট করলে তা মুছে যাবে। পেইন্ট করার পর মাস্ক দেখতে চিত্র-৭ এবং মূল ছবিটি চিত্র-৪-এর মতো দেখাবে। এখন মাস্ক অ্যাপ্লাই করে সেভ করলে সুন্দর ব্লেন্ড করা ছবি পাওয়া যাবে। আর যদি কখনো আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার দরকার হয়, তাহলে আবার ফটোশপ দিয়ে ফাইলটি ওপেন করে মাস্ক ডিলিট করলেই হবে। কজ

ফিডব্যাক: wahid_cseaust@yahoo.com